ভোরের কাগজ

216

তারিখ ... OCT 29.1999 ...
পৃষ্ঠা 4 ... কলাম 7 ...

ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎ : জা.বি. কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় ৩ অক্টোবর '৯৯ তারিখে প্রবীণ সাংবাদিক ও বিশিষ্ট কলামিস্ট এবিএম মূসার 'জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ অক্টোবর '৯৯ তারিখে জা.বি. নৃবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মাহমুদুল হাসানের লেখা একটি প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়ায় সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্য এবিএম মূসার লেখার বিরোধিতা করতে গিয়ে মাহমুদুল হাসান ঢালাও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন ও ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করায় ছাত্র-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, জনাব এবিএম মূসা সিন্ডিকেটের একজন প্রবীণ সদস্য। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ বিনির্মাণ ও প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়নের বিষয়ে সর্বদাই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন তা সবই সত্য। বরং তার মন্তব্য অস্বীকার করে মাহমুদুল হাসান বানোয়াট ও মনগড়া তথ্য পরিবেশন করেছেন। সিন্ডিকেটের সম্মানিত সদস্যগণের আপ্যায়ন সম্পর্কে মাহমুদুল হাসান কদর্য ও অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করে নিজের কুৎসিত ও হীন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রতিক্রিয়ার একাংশে বলেছেন, 'যারা ধর্ষকদের শাস্তি দিতে টালবাহানা করে তাদের বংশাই নদীতে ছুড়ে না ফেলে আমরা ছাত্রছাত্রীরা সত্যিই খুব 'অসৌজন্যমূলক' ব্যবহার করেছি।' এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, ধর্ষকদের শাস্তি দিতে প্রশাসনের কেউ টালবাহানা করেননি। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে ধর্ষণ সংক্রান্ত বিচার সম্পন্ন করা হয়েছে। একজন ছাত্রের পক্ষে কাউকে বংশাই নদীতে ছুড়ে ফেলে ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের কোনো প্রকার সুযোগ মাহমুদুল হাসানের নেই। বরং কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করা ছাত্র শৃঙ্খলা বিধি ভঙ্গের শামিল বিবেচিত হতে পারে। মাহমুদুল হাসান এ ধরনের আরেকটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তারপরও যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রী তাদের গায়ের চামড়া তুলে নেবে বলে স্লোগান দেয়, তা কি খুব বড়ো অপরাধ হবে?' ফি প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের মাড়িয়ে যাওয়া, ছাত্রীদের অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করা ও পুলিশ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পিটানোর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্যে সংশ্লিষ্ট সকলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ঐদিন আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, সিন্ডিকেট সদস্যসহ উপস্থিত শিক্ষক অফিসারদের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক আচরণ করেছে। কর্মকর্তাগণ প্রশাসন ভবন ত্যাগ করার সময় আন্দোলনকারীরা ধাক্কাধাক্কি ও পরিহাসপূর্ণ অশালীন ধ্বনির মাধ্যমে শিক্ষক-অফিসারদের লাঞ্ছিত করে। তারা উস্কানিমূলক ও অসম্মানজনক স্লোগান দেয়। উপরন্তু তারা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এমতবস্থায় সকলের নিরাপত্তা বিধান ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত করার জন্য পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ ও ৫/৬ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের মাধ্যমে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কাজেই মাহমুদুল হাসানের অভিযোগ কেবল মিথ্যাচারই নয় বরং অসততায় পরিপূর্ণ। দাবি আদায়ের নামে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রছাত্রীরা যে আচরণ করেছে জনাব এবিএম মূসা সেই আচরণের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সৎভাবে তুলে ধরেছেন বলেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকারীর গাত্রদাহের কারণ হয়েছে। এ ধরনের দায়িত্বহীন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে খুলে দিয়ে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ তৈরি করার অব্যাহত প্রচেষ্টায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছেন।

মীর আবুল কাশেম
জনসংযোগ অফিসার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।